BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

# সিঁড়ি

## কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

ICSE CLASS 9 BENGALI

গুরুত্বপূর্ণ ৩টি প্রশ্ন ও উত্তর (E-Book)

পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য বিশেষ সহায়ক সংকলন

## প্রশ্ন ১: “তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে।”

**ক) কে, কাদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য রেখেছেন?**
**উত্তর:** কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ‘সিঁড়ি’ কবিতায় সমাজের শীর্ষস্থানে থাকা সেইসব মানুষের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য রেখেছেন, যারা নিম্নশ্রেণীর মানুষের শ্রম ও সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। কবির বক্তব্যে তারা মূলত সমাজের সুবিধাভোগী ও শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি।

**খ) ‘তারপর’ বলতে কবি কোন সময়কে বোঝাতে চেয়েছেন?**
**উত্তর:** ‘তারপর’ বলতে কবি উঁচুতে উঠে যাওয়ার পরের সময়কে বোঝাতে চেয়েছেন। বাস্তবে একজন মানুষ সিঁড়ি ব্যবহার করে উপরে উঠে যাওয়ার পর নিচের দিকে আর তাকায় না। এই দৃশ্যের মধ্য দিয়েই কবি সামাজিক বাস্তবতার একটি দিক তুলে ধরেছেন। নিম্নশ্রেণীর মানুষের শ্রমের সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর মানুষ যখন নিজের অবস্থান তৈরি করে নেয়, তখন সেই শ্রমের কথা তারা ভুলে যায়।

**গ) কেন তারা পিছনের দিকে ফিরে তাকায় না?**
**উত্তর:** তারা পিছনে ফিরে তাকায় না, কারণ প্রয়োজন মিটে গেলে তারা নিম্নশ্রেণীর মানুষের অবদানকে আর গুরুত্ব দিতে চায় না। নিজেদের অর্থ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকেই সাফল্যের প্রধান কারণ বলে মনে করে। ফলে যাদের শ্রম তাদের উন্নতির পথ তৈরি করেছে, তাদের দুঃখ-কষ্ট ও অবদানের কথা তারা ভুলে যায়। এই আচরণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর মানুষের স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে।

**ঘ) পিছনের দিকে কাদের অবস্থান এবং কেন?**
**উত্তর:** পিছনের দিকে অবস্থান করছে সমাজের নিম্নশ্রেণীর, শ্রমজীবী ও অবহেলিত মানুষরা। তারা অন্যের উন্নতির জন্য শ্রম দেয়, কিন্তু সেই উন্নতির সুফল নিজেরা সমানভাবে পায় না। অর্থ, ক্ষমতা ও সামাজিক সুযোগের দিক থেকে তারা পিছিয়ে থাকায় তাদের অবস্থানও ক্রমশ সমাজের পিছনের সারিতে চলে যায়।

## প্রশ্ন ২: “চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে / চাপা থাকবে না আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।”

**ক) কার লেখা, কোন কবিতা থেকে অংশটি গৃহীত হয়েছে?**
**উত্তর:** আলোচ্য অংশটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘সিঁড়ি’ কবিতা থেকে গৃহীত।

**খ) ‘পৃথিবীর কাছে’ কী চাপা থাকবে না?**
**উত্তর:** নিম্নশ্রেণীর মানুষের ওপর উচ্চশ্রেণীর মানুষের অত্যাচার, শোষণ, অবিচার ও নিপীড়নের ঘটনা চিরকাল পৃথিবীর কাছে চাপা থাকবে না। শোষিত মানুষের জীবনে যে অন্যায় জমে রয়েছে, একসময় সেই সত্য প্রকাশ্যে আসবে—কবি এই আশার কথাই বলেছেন।

**গ) কার, কোন পদাঘাতের কথা এখানে বলা হয়েছে?**
**উত্তর:** এখানে 'পদাঘাত' বলতে উচ্চশ্রেণীর মানুষের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর মানুষের ওপর চালানো অত্যাচার ও নিপীড়নকে বোঝানো হয়েছে। সিঁড়িকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যেমন উপরে ওঠা হয়, তেমনই সমাজের শক্তিশালী শ্রেণি দুর্বল ও শ্রমজীবী মানুষের শ্রম ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান উঁচু করে।

**ঘ) আলোচ্য অংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।**
**উত্তর:** এই অংশে কবিতার প্রতিবাদী চেতনা এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের আশা প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নশ্রেণীর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার সহ্য করলেও তাদের ওপর চালানো অন্যায় চিরকাল গোপন থাকবে না। তাদের জীবনের ক্ষত ও বঞ্চনার সত্য একসময় প্রকাশিত হবে। এখানে কবি শুধু শোষণের কথা বলেননি; তিনি শোষিত মানুষের মধ্যে থাকা প্রতিবাদ ও অধিকারচেতনার সম্ভাবনাকেও সামনে এনেছেন। তাই এই অংশটি কবিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।

> **পরীক্ষায় মনে রাখবে:** এখানে 'পদাঘাত'কে শুধু পায়ের আঘাত হিসেবে লিখবে না। এটি অত্যাচার, শোষণ ও অবিচারের প্রতীক।

## প্রশ্ন ৩: "একদিন তোমাদেরও হতে পারে, পদস্খলন।"

**ক) কার লেখা, কোন কবিতা থেকে অংশটি গৃহীত হয়েছে? 'তোমাদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?**
**উত্তর:** অংশটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'সিঁড়ি' কবিতা থেকে গৃহীত। 'তোমাদের' বলতে সমাজের উচ্চস্থানে থাকা ক্ষমতাবান ও শাসকগোষ্ঠীর মানুষদের বোঝানো হয়েছে।

**খ) 'পদস্খলন' কথাটির অর্থ কী? কার পদস্খলনের কথা কবি উল্লেখ করেছেন?**
**উত্তর:** 'পদস্খলন' বলতে আক্ষরিক অর্থে পা পিছলে পড়ে যাওয়া বোঝায়। কবিতার প্রসঙ্গে এটি উচ্চস্থান, ক্ষমতা বা আধিপত্য থেকে পতনের প্রতীক। কবি এর সঙ্গে মোগল সম্রাট হুমায়ুনের পতনের উদাহরণ যুক্ত করেছেন।

**গ) যার পদস্খলন হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে লেখো।**
**উত্তর:** হুমায়ুন ছিলেন দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি বাবরের পুত্র এবং আকবরের পিতা। বাবরের মৃত্যুর পর তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসেন। পরে শের খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি রাজ্য হারান এবং একসময় পারস্যে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে পারস্যের সাহায্যে তিনি পুনরায় নিজের রাজ্য ফিরে পান।

**ঘ) আলোচ্য কথাটির মর্মার্থ লেখো।**
**উত্তর:** আলোচ্য কথাটির মর্মার্থ হল—ক্ষমতা ও উচ্চস্থান কোনো মানুষের জন্য চিরস্থায়ী নয়। আজ যে ব্যক্তি বা শ্রেণি সমাজের শীর্ষে অবস্থান করছে, সময়ের পরিবর্তনে তারও পতন ঘটতে পারে। হুমায়ুনের উদাহরণের মাধ্যমে কবি উচ্চশ্রেণীর মানুষকে এক ধরনের সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তারা যদি নিজেদের ক্ষমতার জোরে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে অবহেলা ও অত্যাচার করতে থাকে, তাহলে সেই আধিপত্যও একদিন ভেঙে পড়তে পারে।